২০-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

বিধি, বিধান এবং বরদান

আজ, সব বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্স দিতে বাপদাদাকে মিলনের জন্য আসতে হয়েছে । সারা বিশ্বের বাচ্চাদের স্নেহ এবং স্মরণের শব্দ সূক্ষ্মবতনে বাপদাদার কাছে মিষ্টি এক সুরেলা ধ্বনি রূপে পৌঁছে গেছে । বাচ্চারা যেমন স্নেহের গীত গায়, বাপদাদাও বাচ্চাদের গুণগীত গান । তোমরা বাচ্চারা যেমন বলো, "সারা কল্পে আমরা এমন বাপদাদা কখনও খুঁজে পাবোনা", তেমনই বাপদাদাও বাচ্চাদের দেখে বলেন, সারা কল্পে আবার কখনও এমন বাচ্চাদের খুঁজে পাওয়া যাবেনা । এইরকম বাবা আর বাচ্চাদের খোলাখুলিভাবে অন্তর্মনের আলাপচারিতা সদা শুনতে পাও ? বাবা আর তোমরা কম্বাইন্ড রূপে, তাই না ! এই স্বরূপকেই সহজযোগী বলা হয়ে থাকে । তোমাদের যোগ লাগাতে বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সদাসর্বদা কম্বাইন্ড অর্থাত্ যারা অনুক্ষণ সাথে থাকে । এইরকম স্টেজ অনুভব করো নাকি অনেক মেহনত করতে হয় ? শৈশবে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? সাথে থাকবে, একসাথে বাঁচবে, একসাথে যাবে । এই পণই তো করেছিলে, তাই না ! নিশ্চিত তো ? তোমরা আত্মারা সাকার রূপের পালনার অধিকারী বাচ্চা । নিজের ভাগ্য স্পষ্টভাবে ভাবো এবং বোঝো ।

(বাপদাদার সামনে দাদারাম এবং সাবিত্রী বোনের পরিবার বসে আছে) কোটির মধ্যে কয়েকজনই ভাগ্যবিধাতার ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসতে পারে । এখন, সময় এসেছে, তোমাদের এই ভাগ্য, স্মৃতিতে আসবে । আদি পিতাকে খুঁজে পাওয়া হলো ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । তোমরা কি সদা বাবার সাথে থেকে নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হয়েছ ? উত্তরণের অর্থাত্ উড়তি কলায় স্থিত হয়ে ফরিস্তা স্বরূপ হয়েছ ?

আজ, বাবাকে তোমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছ বড়দিনের উত্সব উদযাপন করতে । তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সাথে সবচেয়ে বড়দিন আর মিলনোৎসব উদযাপন করছ । বড়দিন অর্থাত্ উত্সবের দিন । যখন তোমরা বড়দিনের উত্সব পালন করো তখন খারাপ দিন সমাপ্ত হয়ে যায় । শুধু আজকের একটা দিনই পালন করা নয়, তোমরা সদা উত্সব করো অর্থাত্ তোমরা নিরন্তর উত্সাহ-উদ্যমে থাকো, অবিনাশী বাবা, অবিনাশী দিন, অবিনাশী উত্সব পালন । বড়দিনের উত্সব অর্থাত্ সদা নিজেকে বড় থেকেও বড় বানানো । তোমরা শুধু উত্সব পালন কোরোনা বরং তোমাদের নিজেদের সেইরকম হতে হবে এবং অন্যকেও একইরকম বানাতে হবে । বড়দিনে সব আত্মাদের কি গিফ্ট দেবে ? যে আত্মাই তোমার সম্পর্কে আসুক, তাদের ঈশ্বরীয় অলৌকিক স্নেহ, শক্তিগুণ এবং তোমার সমস্ত সহযোগ দেওয়ার লিফটের গিফ্ট দাও । যাতে তাঁরা এমন সম্পন্ন আত্মা হয়ে যায়, যে কোনোপ্রকার অপ্রাপ্তি অনুভব না করে । এইরকম গিফ্ট তোমরা দিতে পারো ? তুমি নিজে স্বয়ং সম্পন্ন ? অন্যকে দেওয়ার জন্য আগে নিজের কাছে জমা হবে, তবে তো দিতে পারবে, তাই না ! আচ্ছা, আজ তো তোমরা গিফ্ট দিতে আর গিফ্ট নিতে এসেছ, তাই তো ! শুধু নেবে নাকি দেবেও ? শক্তি সেনা কি করবে ? নেওয়ায় আর দেওয়ায় মজা হয় নাকি শুধু নেওয়ায় ? দাতার দেওয়া হলো নাকি নেওয়া হলো ? বাবা তোমাদের থেকে কেন নেন ? নেন কারণ এর রূপান্তর ঘটিয়ে শতগুণে তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য । বাবার কি এর প্রয়োজন আছে ? বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য বাবার কাছে সবকিছু আছে, এইজন্য তিনি দাতাও, বিধাতাও এবং বরদাতাও । বাবা যত ভালোভাবে বাচ্চাদের ভাগ্যকে জানেন, বাচ্চারা নিজের ভাগ্য ততটা জানে না । সদা স্মরণে রেখো,

ভাগ্যের এই দিনগুলো অবিরত তোমাদের সমর্থ বানায় । এই সমগ্র পরিবার লাকি ফ্যামিলি, কেননা এই পরিবারের নিমিত্ত বীজের কারণে বৃক্ষের বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃদ্ধি হতেই থাকবে । সেই আত্মার শ্রেষ্ঠ কামনা পুরো পরিবারকে লিফটের গিফট লাভ করতে সমর্থ বানায়, কারণ তিনি পবিত্র শুদ্ধ আত্মা ছিলেন এইজন্য পবিত্রতার জল প্রত্যক্ষ ফল দিচ্ছে, বুঝেছ তোমরা ? সাকার রূপে নিমিত্ত মাতা গুরুও (দাদী সাবিত্রী) বসে আছেন । মাতা গুরু হয়েছেন আর পিতা লিফটের গিফট দিয়েছেন । তাহলে, এই পরিবারকে কি করতে হবে ? ফলো ফাদার করতে হবে, তাই না ! তোমাদের কোনকিছু ছাড়তে হবেনা । ভীত হয়োনা । আচ্ছা ।

ডাবল্ বিদেশী আত্মারাও পৌঁছে গেছে । এখন বাপদাদাও বিদেশী, ব্রহ্মাবাবাও তো বিদেশী হয়ে গেছেন, তাই না ! এক বিদেশীর (বাপদাদা) সাথে, অন্য বিদেশীদের (ডাবল্ ফরেনার) সাক্ষাত্ হওয়া কত ভালো কথা, তাই না ! সব বাচ্চাদের, তার মধ্যেও বিশেষ নিমিত্ত ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের এক বিশেষত্ব দেখে বাপদাদা পুলকিত । কোন বিশেষত্ব ? ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষ মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা বিশেষ রূপে বাপদাদার কাছে পৌছেছে । সাকারী দুনিয়ার হিসেবে, ডাবল্ বিদেশীদের কাছে আজ একটা বিশেষ দিন । তোমরা টোলি -মিষ্টি খেয়েছ নাকি এখন খেতে চাইছ ? বাপদাদা মিষ্টি খাওয়াতে খাওয়াতে তোমাদের মিষ্টি বানিয়ে দেন । তোমরা তো সবাই মিষ্টি হয়ে গেছ তাই না ! চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের এবং মধুবন নিবাসী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দিচ্ছেন, সদা কম্বাইন্ড অর্থাত্ সদা বাবার সাথে কম্বাইন্ড হওয়ার বরদান এবং উত্তরাধিকার দিচ্ছেন । তোমরা ডাবল্ অধিকারী । তোমরা উত্তরাধিকারও লাভ করো আর বরদানও । যদি দুঃসাধ্য কিছু অনুভব হয়, তবে বরদাতা বাবার রূপ স্মৃতিতে আনো । তাহলে, বরদাতা দ্বারা বরদান রূপে প্রাপ্তি হলে সব কাঠিন্য সহজ হয়ে যাবে আর প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির অনুভূতি হবে ।

আজকের দিনের বিশেষ স্লোগান সদা স্মৃতিতে রাখো । তিন শব্দ স্মরণে রেখো, বিধি, বিধান এবং বরদান । সঠিক বিধি দ্বারা সহজভাবে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে । বিধান দ্বারা বিশ্ব নির্মাতা এবং বরদান দ্বারা বরদানী মূর্ত হয়ে যাবে । এই তিন শব্দই সদা তোমাকে সমর্থ বানাতে থাকবে । আচ্ছা ।

চতুর্দিকের সব হারানিধি (সিকিলধে), উঁচু থেকেও উঁচু বাবার মহা উত্তম বাচ্চারা, যারা সবাইকে সম্পন্ন বানায়, এইরকম মাস্টার বিধাতা, বরদানী বাচ্চাদের, মায়াকে বিদায় দেওয়ার অভিনন্দন ; এই বিশেষ অভিনন্দনের সাথে সাথে আজ বাচ্চাদের প্রবল উত্সাহ এবং উদ্যমের জন্য তাদের বিশেষ অভিনন্দন সবাইকে, যারা বাবার সামনে সাকার বা আকার রূপে আছে এইরকম সমুখে থাকা সব বাচ্চাদের অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

দিদিজী এবং দাদীজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
আপনাদের দুজনকে দেখে বাপদাদার স্মরণে কি আসছে ? বিশ্ব-নয়ন মণি তো বটেই, প্রথমে বাপদাদার নয়নের মণি । বলা হয়ে থাকে নভো-মণি (সূর্য) নেই তো পৃথিবীও নেই । তাই বাপদাদাও নয়নমণিদের স্থাপনার কার্যে এইরকমই বিশেষ আত্মারূপে দেখেন । করাবনহার তো করছেনই, কিন্তু তিনি বাচ্চাদের করণহার বানান । করণকরাবনহার এই শব্দেও বাবা আর বাচ্চা উভয়েই কম্বাইন্ড, তাই না ! হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার । সহযোগের হাত বাড়ানোর গোল্ডেন চান্স একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই লাভ করো । অনেক বড় কাজও করতে কেমন লাগে ? তোমাদের

অনুভব হয়, যে করণকরাবনহার করাচ্ছেন, তাই না ! তিনি তোমাদের নিমিত্ত বানিয়ে চালাচ্ছেন । এই ধ্বনিই মন থেকে সদা বেরিয়ে আসছে । বাপদাদাও বাচ্চাদের সব কর্মে করাবনহার রূপে সদা সাথে আছেন । তিনি তোমাদের সাথে আছেন নাকি তিনি চলে গেছেন ! তিনি লুকোচুরির খেলা খেলছেন মাত্র । খেলায় কি হয় ? করতালি দিয়ে খেলার শুরু হয় । এটাও সেরকমই, ড্রামার তালি বেজেছিল আর খেলা শুরু হয়েছিলো ।

এখন, সুইট হোমের গেট কখন খুলবে ! কনফারেন্সের ডেট যেমন ফিক্স করা হয়েছে এবং হল্ তৈরির ডেট ফিক্স হয়েছে, গেট খোলার জন্য তোমরা প্রোগ্রাম তৈরি করনি ? গেট খোলার আগে সবকিছু তো তোমরা তৈরি করবে নাকি বাবাকেই সব করতে হবে ? সেইসব প্রস্তুত আছে ? ব্রহ্মাবাবা তো এভার রেডি হয়েই আছেন । তাহলে তাঁর সাথীদেরও তো এভার রেডি হওয়া চাই,তাই না ! ৮-এর মালা বানাতে পারো ? তা' কি এখনই হতে পারবে ? প্রথম ৮-এর মালা তৈরি হয়ে গেলে তারপরে যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা আপনা থেকেই তৈরি হয়েই যাবে । আট এভার রেডি হয়েছে ? তাদের নাম লিস্ট করে বাবাকে সেটা পাঠিয়ে দাও । সবারই ভেরিফাই করা উচিত্, যে হ্যাঁ, তারা এভাররেডি । তারা বাবার পছন্দ, ব্রাহ্মণ পরিবারের পছন্দ এবং তাদের বিশ্ব সেবার পছন্দ । যখন তোমাদের এই তিন বিশেষত্ব থাকবে তখনই তুমি বলতে পারবে এভার রেডি । প্রথমে বালা তৈরি হবে তারপরে বড় মালাও তৈরি হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

সাবিত্রী বোনের প্রতি -

নিজের গুপ্ত বরদান প্রত্যক্ষরূপে দেখতে পাচ্ছ ? এখন বুঝতে পারছ তুমি কে ? সার্ভিসেবল্ -এর লিস্টে তোমার নাম অনেক সামনে আছে, বুঝতে পারো, তাই না ! সেবার প্রত্যক্ষ ফলের তুমি নিমিত্ত হয়েছিলে । বীজকে নিমিত্ত বলা হয়ে থাকে । সার্ভিসেবল্-এর লিস্টে তুমি অনেক আগে আছ, শুধু মাঝে মাঝে এটা ভুলে যাও । যখন বাপদাদা এটা স্বীকার করছেন, তাহলে তোমার অন্য কিছুর কি প্রয়োজন আছে ? সবার সার্ভিস একরকম হয়না । ভ্যারাইটি আত্মারা আছে এবং সার্ভিসের বিধিও ভ্যারাইটি । ভাবলে এটা হবেনা, এটা নিজে থেকেই হবে । সবসময় নিজেকে বাবার কাছের রত্ন মনে করো, জন্ম থেকে তোমার অধিকার । জন্ম মুহূর্ত থেকে তুমি ফাস্ট গিয়েছিলে, তাই না ! তুমি জন্ম নিতেই কাছে থাকার বরদান লাভ করেছিলে । সাকারে কাছে থাকার বরদান কতজন লাভ করেছে ? তাদের গুনতি করতে হলে তো যারা এই বরদান লাভ করেছে সেইসব বরদানী আত্মাদের খুঁজে পাওয়া মহা মুশকিল হয়ে যাবে । সুতরাং, বাবার খুব কাছে থাকার অনুভব ক'রে সামনে এগোতে থাকো । যাই হোক, যতটা করতে পারো, যেভাবে করতে পারো সেটাই কল্যাণকারী । ভেবোনা । শুধু ব্যর্থ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকো । বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি সদা সাথে থাকার দায়িত্ব পূরণ করবেন । নিজের সংকল্পও বাবার ওপর ছেড়ে দাও । সার্ভিস বাড়বে অথবা বাড়বে না, বাবা জানে । না বাড়লে বাবার দায়িত্ব, তুমি নও । এতটাই নিশ্চিন্ত থাকো । তুমি তো বাবার সামনে তোমার নিজের সংকল্প রেখে দিয়েছ, তাই না ! তবে কার দায়িত্ব ? তুমি বাবার হারানিধি (সিকিলধে), বিশেষ বাচ্চা - কত স্নেহে বাবা তোমাকে খুঁজেছেন । সারা বিশ্ব থেকে সেবার জন্য বাবা প্রথম রত্নরূপে তোমাকে মনোনীত করেছেন অর্থাত্ পছন্দ করেছেন, সুতরাং, এটা ভুলোনা । আচ্ছা ।

সাবিত্রী বোনের পরিবারের প্রতি :-

তোমরা সবাই ডাবল্ উত্তরাধিকারের অধিকারী, তাই না ! তোমরা লৌকিক বাবার শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ধনভাণ্ডারও লাভ করেছ এবং পারলৌকিক বাবার থেকেও তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করো, অলৌকিক বাবার থেকেও উত্তরাধিকার লাভ করো । একসাথে তিন বাবার বরসা লাভ করো । তিন বাবার আশার দীপক তোমরা । যেমনই হোক, বাচ্চাদের কুল দীপক বলা হয়ে থাকে । তোমরা কুলদীপক তো হয়েছ কিন্তু সাথে সাথে বিশ্ব দীপকও । ললাটে সদা ভাগ্য-নক্ষত্রের চমক । যেসব বাচ্চাদের এমন বীরত্ব আছে বাপদাদাও তাদের সাহায্য করেন । যখনই তোমরা সংকল্প করছ তখনই বাবা হাজির ! যখন সব কাজ বাবার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছ, তো তাঁর কাজ তিনি জানেন । নিজে সদা ডাবল্ লাইট ফরিস্তা, ট্রাস্টি হয়ে থাকলে নিরন্তর হালকা থাকবে । মন স্বচ্ছ তো ইচ্ছার পূর্তি । শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সফলতা অবশ্যই হয় । একটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের পরিবর্তে বাচ্চারা বাবার থেকে হাজার শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ফল প্রাপ্ত করে নেয় । একের বদলে হাজার গুণের প্রাপ্তি । যে সম্পদের ভাণ্ডার এখন তোমরা বাবার থেকে পেয়েছ, তা' সবার মধ্যে বিলিয়ে দাও । মহাদানী হও । তোমার ধনভাণ্ডারে কেউ এলে তাঁকে খালি হাতে ছেড়োনা । জ্ঞানের ফাউন্ডেশন আগেই দেখানো হয়েছে, সেই বীজ এখন ফল ধারণ করবে । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময় সব বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা স্মরণ-স্নেহের মেসেজ রেকর্ডে পাঠিয়েছেন -

চারিদিকের সব স্নেহী বাচ্চাদের থেকে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ আর অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন । সব বাচ্চারা বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে আসীন । যারা তাঁর হৃদয়-সিংহাসনে বসে আছে তাদের তিনি ভুলে যাবেন কিভাবে ! সুতরাং, বাচ্চারা নিরন্তর তাঁর সাথে আছে আর সাথেই থাকবে এবং সাথেই চলবে । সেবার জন্য তাদের প্রবল উত্সাহ এবং গভীর অনুভূতি, মায়াজিৎ হওয়ার এবং সেবার বৃদ্ধির সমাচার বাপদাদা শুনতে থাকেন । সব বাচ্চা মহাবীর, আর মহাবীর হয়ে বিজয় পতাকা ওড়াচ্ছে । এইজন্য বাপদাদা তোমাদের সবাইকে বিজয়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তিনি আনন্দের সাথে তোমাদের বিজয়-গৌরবে সাধুবাদ দিচ্ছেন । অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা অবিরত সবচেয়ে বড়দিন উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সাথে প্রবল আগ্রহ আর গভীর অনুভূতিতে কাটাচ্ছ এবং তোমরা সদা বড়দিনের উত্সব পালন করবে । তোমাদের প্রত্যেকের বোঝা উচিত্ যে বাবা বিশেষ স্নেহ-স্মরণ আমার নামে পাঠিয়েছেন । মিলনোৎসব উদযাপন করতে করতে, বাচ্চাদের নামসহ তাঁর সামনে দেখে তিনি সবাইকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ - এয়ারকন্ডিশন সীট বুক করার উপায় কি ?

উত্তরঃ - এয়ার কন্ডিশন সীট বুক করানোর জন্য বাবা যে কন্ডিশন দিয়েছেন তা' নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখো । কন্ডিশনের মাত্র একটা যদি নজরে না রাখো, তুমি এয়ার কন্ডিশন সীট লাভ করতে পারবেনা । এমনকি যারা বলে আমরা চেষ্টা করবো তাদেরও এই সীট লাভ হয়না ।

প্রশ্নঃ - পরমার্থ আর ব্যবহার এই দুইয়ের কোন গুণ তোমাকে সবার কাছে প্রিয় বানায় ?

উত্তরঃ - পরস্পরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুণ অর্থাত্ "প্রথমে তুমি" -এই মনোভাবের গুণ পরমার্থে এবং ব্যবহারে এই দুইয়েই তোমাকে সবার প্রিয় বানিয়ে দেয় । বাবারও এটা মুখ্য গুণ । বাবা বলেন, "বাচ্চা, আগে তুমি ।" সুতরাং, এই গুণে ফলো ফাদার করো ।

বরদানঃ- বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা আমিত্বের রয়্যাল রূপ সমাপ্ত ক'রে পৃথক হয়েও সবার প্রিয় হও

সময়ের নিকটবর্তিতার প্রমাণ বর্তমান সময়ের বায়ুমণ্ডলে বেহদের বৈরাগ্য প্রত্যক্ষরূপে হওয়া আবশ্যক । যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির অর্থ - সব সম্বন্ধ-সম্পর্ক থেকে যতটা পৃথক ততটাই প্রিয় । যে পৃথক থেকেও প্রিয় হয়েছে সে নিমিত্ত এবং নির্মাণ হয়েছে, তার মধ্যে আমিত্ব ভাব আসতে পারেনা । বর্তমান সময়ে আমিত্বভাব রয়্যাল রূপে বেড়ে গেছে । কেউ কেউ বলে, "এটা আমার কাজ", "এটা আমার জায়গা" "আমার ভাগ্য অনুযায়ী এই সাধন আমি লাভ করেছি ।" সুতরাং, এই ধরণের আমিত্ব ভাবের রয়্যাল রূপ এখন সমাপ্ত করো ।

স্লোগানঃ- পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে শুভ চিন্তন করো এবং শুভ চিন্তক হও ।